দর্শনায় যুবলীগের প্রতিষ্টাবার্ষিকী পালিত

দর্শনায় যুবলীগের ৫১ তম প্রতিষ্টা বার্ষিকী পালিত হয়েছে। দামুড়হুদা উপজেলা ও দর্শনা পৌর যুবলীগের উদ্দগ্যে ৫১ তম প্রতিষ্টা বার্ষীকি পালিত হয়।

গতকাল শনিবার রাত ৯ টার দিকে দর্শনা পৌর আওয়ামীলীগের দলীয় কার্যলয়ে কেক কেটে অনুষ্টানের শুভ উদ্ধোধন করেন,দামুড়হুদা উপজেলা চেয়ারম্যান ও দর্শনা পৌর আওয়ামীলীগের সাধারন সম্পাদক আলী মুনছুর বাবু,আওয়ামীলীগ নেতা বিল্লাল হোসেন,আজাদ হোসেন,দামুড়হুদা উপজেলা যুবলীগের সভাপতি আব্দুল হান্নান ছোট,যুগ্ন সম্পাদক মান্নান খান,দর্শনা পৌর যুবলীগের সহ সভাপতি মামুন শাহ,আশরাফুল আলম।

কখনো যুবলীগের নেতাকর্মীরা রাজপথ ছাড়েনি ও আদর্শচ্যুত হয়নি-নঈম হাসান জোয়ার্দ্দার

চুয়াডাঙ্গায় নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ আওয়ামী যুবলীগের ৫১তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালন করা হয়েছে।

গতকাল শনিবার (১১ নভেম্বর) প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপনে সূর্যোদয়ের সাথে সাথে জেলা যুবলীগের কার্যালয়ের সামনে জাতীয় ও দলীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়। জাতীয় সংগীতের তালে তালে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন জেলা যুবলীগের আহ্বায়ক ও জেলা ক্রীড়া সংস্থার সাধারণ সম্পাদক নঈম হাসান জোয়ার্দ্দার এবং দলীয় পতাকা উত্তোলন করেন যুগ্ম আহ্বায়ক সামসুদ্দোহা মল্লিক হাসু। এরপর জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও যুবলীগের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান শেখ ফজলুল হক মনির প্রতিকৃতিতে নঈম হাসান

জোয়ার্দ্দারের নেতৃত্বে পুষ্পমাল্য অর্পণ করা হয়। পরে সন্ধ্যায় দলীয় কার্যালয়ে কেক কেটে প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন করা হয়। এরপর সেখানে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

এর আগে বেলা সাড়ে ৩টায় জেলা যুবলীগের কার্যালয়ের সামনে থেকে আনন্দ র্যালি ও উন্নয়ন শোভাযাত্রার নেতৃত্ব দেন জেলা যুবলীগের আহ্বায়ক নঈম হাসান জোয়ার্দ্দার। র্যালি ও শোভাযাত্রাটি শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে পূর্বের স্থানে এসে শেষ হয়। র্যালি চলাকালে নেতাকর্মীরা বাজি ফুটিয়ে ও নেচে গেয়ে প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালন করে । তবে এবারের র্যালি ও শোভাযাত্রাটি পূর্বের রেকর্ড ভেঙে হাজার হাজার নেতাকর্মী অংশগ্রহণ করেন।

এসমস্ত কর্মসূচিতে জেলা যুবলীগের আহ্বায়ক ও জেলা ক্রীড়া সংস্থার সাধারণ সম্পাদক নঈম হাসান জোয়ার্দ্দার বলেন, প্রতিষ্ঠার পর থেকে নানা চড়াই—উৎরাই, ঘাত—প্রতিঘাত কোন কিছুই ব্যহত করতে পারেনি যুবলীগের অগ্রযাত্রা। চুয়াডাঙ্গায় যুবলীগের নেতাকর্মীরা একটি দিনের জন্যও রাজপথ ছেড়ে যায়নি এবং আদর্শচ্যুত হয়নি। যা তাদেরকে এ অঞ্চলের সাধারণ জনগণের আস্থার জায়গা হিসেবে পরিণত করেছে। শুধু চুয়াডাঙ্গা জেলা নয়, আজ সারা দেশের প্রগতিশীল যুব সমাজের আস্থার ঠিকানা হয়ে দাঁড়িয়েছে বাংলাদেশ আওয়ামী যুবলীগ।

নেতাকর্মীদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন- আপনাদের সকলের ভালোবাসা, লড়াই—সংগ্রামে যুবলীগ বর্তমানে দেশের সর্ববৃহৎ যুব সংগঠনে পরিণত হয়েছে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নির্দেশে যুব নেতা শেখ ফজলুল হক মনি এ যুবলীগ প্রতিষ্ঠা করেন। ফজলুর হক মনি ছিলেন যুবলীগের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান। মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় অসাম্প্রদায়িক, গণতান্ত্রিক, শোষণমুক্ত বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার সংগ্রামকে এগিয়ে নিতে দেশের যুব সমাজকে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্য নিয়ে যুবলীগকে প্রতিষ্ঠা করা হয়। প্রতিষ্ঠা লগ্ন থেকেই যুবলীগ সেই লক্ষ্যকে সামনে নিয়ে অগ্রসর হচ্ছে।

চুয়াডাঙ্গা জেলা যুবলীগের যুগ্ন আহবায়ক সামসুদ্দোজা মল্লিক হাসুর সঞ্চালনায়, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা যুবলীগের আহ্বায়ক কমিটির সদস্য সাজেদুল ইসলাম লাবলু, আজাদ আলী,

হাফিজুর রহমান হাপু, আবু বক্কর সিদ্দিক আরিফ, আলমগীর আজম খোকা।

এসময় উপস্থিত ছিলেন যুবলীগ নেতা পীরু মিয়া, শেখ সাহি, হাসানুল ইসলাম পলেন, বিপুল জোয়ার্দ্দার, টিটু,জুয়েল জোয়ার্দ্দার, চুয়াডাঙ্গা পৌরসভার কাউন্সিলর কামরুজ্জামান চাদঁ, চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজ ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি আল ইমরান শুভ, সৈকত, সুইট, রাসেল, খালিদ, দিপু, লুকমান, টুটুল, আলমডাঙ্গা উপজেলা যুবলীগের আহবায়ক আনোয়ার হোসেন সোনাহার মন্ডল, সদস্য সালাউদ্দিন মন্ডল, আলমডাঙ্গা পৌর যুবলীগের আহবায়ক আসাদুল হক ডিটু, যুবলীগ নেতা আনিস, রাইহান, রনি, সজিব, বুলবুল, শিমুল।

চুয়াডাঙ্গা পৌর যুবলীগের ৩ নং ওয়ার্ড যুবলীগের সভাপতি রানা, সাধারন সম্পাদক খানজাহান, ৫ নং ওয়ার্ড যুবলীগের সভাপতি আব্দুল আলীম, সাধারণ সম্পাদক মিঠুন, সাংগঠনিক সম্পাদক জুয়েল, ৭ নং ওয়ার্ড যুবলীগের সভাপতি আসাদ, সাধারন সম্পাদক বিপ্লব, মোমিনপুর ইউনিয়ন যুবলীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি আব্দুল মোমিন, ভারপ্রাপ্ত সাধারন সম্পাদক ছোটু, আলুকদিয়া ইউনিয়ন যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক সোহেল রানা শান্তি, মানোয়ার শেখ ও আসমাউল, পদ্মবিলা ইউনিয়ন যুবলীগের সভাপতি বনফুল, সাধারন সম্পাদক জান্টু ও বিপ্লব, কুতুবপুর ইউনিয়ন যুবলীগের সভাপতি মাসুম, সাধারন সম্পাদক রফিকুল, শংকরচন্দ্র ইউনিয়ন যুবলীগের সভাপতি সেলিম, সাধারন সম্পাদক আবুল কালাম আজাদ, মাফুজ, মমিন, জিসান, মাখালডাঙ্গা ইউনিয়ন যুবলীগ নেতা ফিরোজ, জাকির। আলমডাঙ্গা উপজেলার আইলহাস ইউনিয়ন যুবলীগের সভাপতি আব্দুল কুদ্দুস, ভাংবাড়িয়া ইউনিয়ন যুবলীগের সভাপতি মামুন, সাধারন সম্পাদক জাফর, কুমারি ইউনিয়ন যুবলীগের সভাপতি মোজাম্মেল, বাড়াদি ইউনিয়ন যুবলীগের সভাপতি শরিফ হোসেন, সাধারন সম্পাদক সেতু ও আশিকুর রহমান, খাদিমপুর ইউনিয়ন যুবলীগের সাধারন সম্পাদক কামাল

হোসেন ও আনারুল ইসলাম, জেহালা ইউনিয়ন যুবলীগের আহবায়ক ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মোখলেছুর রহমান শিলন, যুগ্ন আহবায়ক হারুন অর রশিদ বকুল, ডাউকি ইউনিয়ন যুবলীগের সভাপতি আরিফুল, রকি বিশ্বাস, জামজামি ইউনিয়ন যুবলীগের সভাপতি আবু মুছা, নাগদহ ইউনিয়ন যুবলীগের সভাপতি প্রফেসর আবুল হাসনাত, খাসকররা ইউনিয়ন যুবলীগের সাধারন সম্পাদক জিয়াউর রহমান, দামুড়হুদা উপজেলা যুবলীগের সাবেক যুগ্ন আহবায়ক এস এম মহসীন, স্বপন মালিতা, চিতলা ইউনিয়ন যুবলীগ নেতা টিটু, গাংনী ইউনিয়ন যুবলীগ নেতা বজলুর রহমান, সাধারন সম্পাদক সাঈদ ও রনি, হারদি ইউনিয়ন যুবলীগ নেতা রাসেল, পান্না, সহ বিভিন্ন ইউনিটের নেতৃবৃন্দ।

মেহেরপুরে যুবলীগের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালিত ও আনন্দ র্যালি

কেন্দ্রিয় কর্মসূচী অনুযায়ী সারা দেশের ন্যায় মেহেরপুরে বাংলাদেশ আওয়ামী যুবলীগের ৫১তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালিত হয়েছে।

আজ শনিবার (১১ নভেম্বর) রাত সাড়ে ৭ টায় মেহেরপুর জেলা যুবলীগের আহবায়ক মাহফুজুর রহমান রিটন ও যুগ্ম আহবায়ক শহিদুল ইসলাম পেরেশানের উদ্যোগে আনন্দ র্যালি, অবরোধ বিরোধী মিছিল, সংক্ষিপ্ত সমাবেশ ও কেক কাটার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালন করা হয়।

আনন্দ র্যালিটি জেলা যুবলীগের কার্যালয় থেকে শুরু হয়ে শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে একপর্যায়ে অবরোধ বিরোধী মিছিলে পরিণত হয়। অবরোধ বিরোধী মিছিলটি মেহেরপুর পৌরসভার সামনে যেয়ে শেষ হয়।

এসময় মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সহ সভাপতি ও সদর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান অ্যাড. ইয়ারুল ইসলাম, বুড়িপোতা ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রেজা, সদর থানা যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক

আল মামুন, শহর যুবলীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক শহিদুজ্জামান সুইট, জেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগ যুগ্ম সম্পাদক জুয়েল রানা, জেলা ছাত্রলীগী সহ-সভাপতি শোভন সরকার, সাংগঠনিক সম্পাদক মাসুদ রানাসহ জেলা যুবলীগের বিভিন্ন ইউনিটের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন। অতঃপর সেখানে একটি সংক্ষিপ্ত সভা অনুষ্ঠিত হয়। পরে জেলা যুবলীগ কার্যালয় কেক কাটার মাধ্যমে ৫১ তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালন করা হয়।

মেহেরপুর জেলা যুবলীগের অহবায়ক শহীদুল ইসলাম পেরেশন বলেন,’যুবলীগের হয়ে যে সকল নেতাকর্মী রাজপথ কাপায় তাদের সকলকে যুবলীগের ৫১ তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। যারা হরতাল অবরোধ রাখে তারা যুবলীগের ভয়ে গান গাই পালা যুবলীগ আসছে, যুবলীগে আসছে। তারই প্রমাণ গত দফার অবরোধে মেহেরপুরের কিছু বিএনপি নেতাকর্মী মেহেরপুর শহর ছেড়ে রিক্সা ও ভ্যান ভাড়া করে ইছাখালির মাঠে যেয়ে অবরোধের মিছিল করেছিল।’

মেহেরপুরের পৌর মেয়র ও জেলা যুবলীগের আহ্বায়ক মাহফুজুর রহমান রিটন বলেন,’ ১৯৭২ সালে আজকের এই দিনে বঙ্গবন্ধুর আহবনে শেখ ফজলুল হক মনির যুবলীগ গঠিত হয়। তারই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ আওয়ামী যুবলীগ এশিয়া মহাদেশে একটি বৃহত্তর সংগঠনের রূপ ধারণ করেছে। যুবলীগ আজ মানুষের আস্থার সংগঠনে পরিচিত হয়েছে। ওয়ান ইলেভেন এর সময় যখন যখন শেখ হাসিনাকে নিয়ে ষড়যন্ত্র হয় তখনো যুবলীগের নেতাকর্মীরা রাজপথে রক্ত দিয়ে শেখ হাসিনাকে কারা মুক্ত করেছিল। আজকে মেহেরপুরে অনেকেই আওয়ামী লীগকে বিভক্ত করছে। কিন্তু দলের জন্য ঘামঝরা প্রোগ্রাম একমাত্র যারা যুবলীগ থেকে ছাত্র রাজনীতি করে আওয়ামী লীগে এসেছে তারাই করে থাকে। হরতাল ও অবরোধকারীরা যদি কোন নাশকতার চেষ্টা করে মেহেরপুরের যুবলীগের কর্মীরা প্রতিটি ওয়ার্ডে ইউনিয়নে তাদের দাঁতভাঙ্গা জবাব দেবে।

আলমডাঙ্গায় দ্বাদশ সংসদ

নির্বাচন উপলক্ষ্যে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

আলমডাঙ্গায় আসন্ন দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনকে ঘিরে মাঠ পর্যায়ে কর্মীসভা করার লক্ষ্যে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ শনিবার সকাল সাড়ে ১০ টায় উপজেলা আওয়ামীলীগের দলীয় কার্যালয়ে এ আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি ও ১ আসনের সংসদ সদস্য সোলাইমান হক জোয়াদ্দার ছেলুন এমপি।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্ন ছিল সোনার বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করা। তাঁর স্বপ্নকে বাস্তবায়নে তাঁরই সুযোগ্য কন্যা বর্তমান সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নিরলস ভাবে কাজ করে যাচ্ছেন। দেশে উন্নয়নের অগ্রযাত্রা অব্যাহত থাকায় ইতিমধ্যে বাংলাদেশ মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হয়েছে। আগামী ২০৪১ সালে বাংলাদেশ উন্নত ও সমৃদ্ধ এবং স্মার্ট বাংলাদেশে পরিণত হবে।

তিনি আরো বলেন, ডিজিটাল বাংলার রূপকার প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ইতোমধ্যে স্মার্ট বাংলাদেশের ঘোষণা দিয়েছেন। তিনি সফলও হবেন। কারণ তিনি হচ্ছেন উন্নয়নের জাদুকর ও মানবতার মা। তাঁর হাত ধরেই এদেশ স্বল্পন্নোত দেশ থেকে মধ্যয়ের দেশে রূপান্তরিত হয়েছে। আগামী দিনের সকল চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে দেশকে উন্নয়নের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবেন। আমরা মনে করি জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে সুষ্ঠু ও অবাধ নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠান শুধু প্রত্যাশা নয়, যে কোনো মূল্যে আগামী নির্বাচনকে সকল দলকে অংশগ্রহণের মাধ্যমে অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন হিসেবে নিশ্চিত করতে হবে। আগামী জাতীয় নির্বাচনকে সামনে রেখে দলকে সাংগঠনিকভাবে মজবুত ও শক্তিশালী করতে হবে। খেয়াল রাখতে হবে কোনো কুচক্রি মহল আর যেন দলের কোন ক্ষতি করতে না পারে।

আলোচনা সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সাবেক জেলা আওয়ামীলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক মুন্সি আলমঙ্গীর হান্নান, বন ও পরিবেশ বিষয়ক সম্পাদক শহিদুল ইসলাম খাঁন, উপজেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি আবু মুছা, সাধারণ সম্পাদক ইয়াকুব আলী মাস্টার, সাবেক

উপজেলা আওয়ামীলীগের সহ-সভাপতি লিয়াকত আলী লিপু মোল্লা, প্রচার সম্পাদক মাসুদ রানা তুহিন, সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক কাজী অরুন, পৌর আওয়ামীলীগের সভাপতি দেলোয়ার হোসেন, সাংগঠনিক সম্পাদক সাইফুর রহমান পিন্টু, পৌর আওয়ামীলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক সিরাজুল ইসলাম, কুমারি ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সভাপতি আবু সাইদ পিন্টু, সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রাজ্জাক, হারদি ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সভাপতি আশিকুজ্জামান ওল্টু, বাড়াদি ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সভাপতি মকবুল হোসেন, সাধারণ সম্পাদক শহিদুল ইসলাম লাল্টু, জেহালা ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক হাসানুজ্জামান হান্নান মাস্টার, বেলগাছি ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক মাহমুদুল হাসান চঞ্চল, ডাউকি ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের (ভারপ্রাপ্ত) সভাপতি খবির উদ্দিন, সাধারণ সম্পাদক তরিকুল ইসলাম, (উৎপল,) ভাংবাড়িয়া ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের যুগ্নসাধারণ সম্পাদক জিনারুল ইসলাম, নাগদাহ ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান এজাজ ইমতিয়াজ বিপুল জোয়াদ্দার, উপজেলা ছাত্রলীগের সভাপতি সালমুন আহম্মেদ ডন, কলেজ ছাত্রলীগের সভাপতি আশরাফুল ইসলাম, যুবলীগ নেতা সৈকত খান, ছাত্রলীগ নেতা আশরাফুল হক, বাদশা,অটল প্রমূখ।

বিএনপিকে চোখের চিকিৎসা নিতে পরামর্শ প্রধানমন্ত্রীর

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলছেন, ‘আমি জানি, আমাদের বিরোধী দল (বিএনপি) উন্নয়নটা চোখে দেখে না। এদের আর বলার কিছু নেই, চোখ থাকতে যারা অন্ধ তাদেরকে আর কী বলবো? তাদেরকে একটা পরামর্শ দিতে পারি, আমি কিন্তু ঢাকায় একটা আধুনিক আই ইনস্টিটিউট করেছি, চোখ থাকতে যারা অন্ধ তারা সেখানে গিয়ে চোখটা দেখাতে পারে। মাত্র ১০ টাকা লাগে, বেশি লাগে না।’

আজ শনিবার (১১ নভেম্বর) কক্সবাজার রেলওয়ে স্টেশনে দোহাজারী থেকে কক্সবাজার রেলপথ প্রকল্পের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে তিনি এ কথা বলেন। শেখ হাসিনা বলেন, ‘বাংলাদেশ গত ১৫ বছরে বদলে গেছে। আওয়ামী লীগ প্রথমবার যখন সরকারে আসে, আমরা অনেকগুলো উন্নয়ন কর্মকাণ্ড হাতে

নিই। বিদ্যুৎ উৎপাদন বাড়াই, স্বাক্ষরতার হার বাড়াই। রেল, রাস্তাঘাট, স্কুল-মাদ্রাসা সবকিছুরই কিন্তু উন্নয়ন করেছিলাম। যমুনা নদীর ওপর সেতু নির্মাণ, এর সঙ্গে রেলপথ করে উত্তরবঙ্গের সঙ্গে আমাদের সংযোগ স্থাপন হয়। রেলকে আমরা গুরুত্ব দিয়েছি, কারণ সাধারণ মানুষ অল্প খরচে যাতায়াত করতে পারে।’

তিনি বলেন, ‘পাঁচ বছর মাত্র ক্ষমতায় ছিলাম। ২০০১-এ শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতা হস্তান্তর করি। বাংলাদেশের ইতিহাসে এই প্রথম শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতা হস্তান্তর করা হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় আমি গ্যাস বিক্রির করতে রাজি না হওয়ায় আমাকে ক্ষমতায় আসতে দেওয়া হয়নি- একটা চক্রান্ত করে। তাতে আমার কোনও আফসোস নেই। কারণ আমি বঙ্গবন্ধুর মেয়ে, ক্ষমতার লোভে দেশের সম্পদ কারও হাতে তুলে দিতে রাজি না।’

উল্লেখ্য, ১১ নভেম্বর দোহাজারি-কক্সবাজার রেলপথ উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এর মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ রেলওয়ে নেটওয়ার্কের ৪৮তম জেলা হিসেবে যুক্ত হয়েছে কক্সবাজার। পৃথিবীর দীর্ঘতম সমুদ্র সৈকতের নগরী কক্সবাজারে এতদিন দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে সড়ক ও বিমান পথে পর্যটকদের আসার সুযোগ থাকলেও এখন যুক্ত হলো নতুন এক যোগাযোগ ব্যবস্থা।

দেশের ৮০ শতাংশ মানুষ নৌকায় ভোট দিতে চায় – জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী

জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ও মেহেরপুর-১ সংসদীয় আসনের সংসদ সদস্য ফরহাদ হোসেন বলেছেন, ‘নির্বাচনের রোড ম্যাপ হয়েছে গেছে। আমরা নির্বাচনের কার্যক্রম শুরু করে দিয়েছি। আওয়ামী লীগ নির্বাচনের জন্য প্রস্তুত। আজকে দেশের ৮০ শতাংশ মানুষ নৌকায় ভোট দিতে চায়। কোন ষড়যন্ত্র নির্বাচন বানচাল করতে পারবে না। জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ শান্তির জনপদে পরিনত হয়েছে। কেউ যদি সেই শান্তি নষ্ট করতে চাই তাহলে জনগন তাদের প্রতিহত করবে।’

শনিবার বিকালে শহীদ সামসুজ্জোহা পার্কে জেলা আওয়ামী লীগের আয়োজনে উন্নয়ন ও শান্তি সমাবেশে সভাপতির বক্তব্যে এসব কথা বলেন তিনি।

ফরহাদ হোসেন বলেন, ‘বাংলাদেশের এমন কোন জায়গা নেই যেখানে জননেত্রী শেখ হাসিনার উন্নয়নের ছোয়া লাগেনি। বাংলাদেশ এখন মেট্রোরেলের দেশ, বাংলাদেশ এখন কর্ণফুলী টানেলের দেশ, বাংলাদেশ এখন পদ্মা সেতুর দেশ, বাংলাদেশ এখন পরমানু বিদ্যুৎতের দেশ। শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বিশ্বের বুকে উন্নয়নের রোল মডেলে পরিনত হয়েছে বাংলাদেশ। যাদের ঘর নেই, তাদের ঘর দিয়েছেন শেখ হাসিনা, ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ পৌঁছে দিয়েছেন, ডানে বামে সামনে পিছনে সব খানেই শুধু উন্নয়ন আর উন্নয়ন। আপনারা ভোট দিয়ে শেখ হাসিনাকে প্রধানমন্ত্রী করেছিলেন বলেই দেশে এতো উন্নয়ন। সামনে আরও পরিকল্পনা আছে। তাই উন্নয়নের এ ধারা অব্যাহত রাখতে জননেত্রী শেখ হাসিনাকে আবারও ক্ষমতায় আনতে হবে।’

মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম সম্পাদক অ্যাড. ইব্রাহিম শাহীনের সঞ্চালনায় সমাবেশে আরও বক্তব্য দেন, মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এম এ খালেক, সহ সভাপতি আব্দুস সামাদ বাবলু বিশ্বাস, সদর উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান আবুল হাসেম ,সদর উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও আমঝুপি ইউপি চেয়ারম্যান বোরহান উদ্দিন আহম্মেদ , দারিয়াপুর ইউপি চেয়ারম্যান রবিউল ইসলাম রবি,আমদহ ইউপি চেয়ারম্যান রওশন আলী টোকন,মহাজনপুর ইউপি চেয়ারম্যান আমাম হোসেন মিলু, বারাদী ইউপি চেয়ারম্যান ও সদর উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মোমিনুল ইসলাম মোমিন,বাগোয়ান ইউনিয়নের চেয়ারম্যান আয়ুব হোসেন, মোনাখালী ইউপি চেয়ারম্যান মফিজুর রহমান, বুড়িপোতা ইউপি চেয়ারম্যান শাহ জামান চৌধুরি, কুতুবপুর ইউপি চেয়ারম্যান সেলিম রেজা, শ্যামপুর ইউপি চেয়ারম্যান মতিউর রহমান,জেলা সেচ্ছাসেবক লীগের সাধারণ সম্পাদক বারিকুল ইসলাম লিজন, মেহেরপুর জেলা ছাত্রলীগের সভাপতি আব্দুস সালাম বাধঁন।

সমাবেশে কেন্দ্রীয় যুব মহিলা লীগের সহ সভাপতি সৈয়দা মোনালিসা ইসলাম, জেলা আওয়ামী লীগের সহসভাপতি আবদুল হালিম, জহুরুল ইসলাম, মেহেরপুর জেলা যুব মহিলা লীগের সাধারণ সম্পাদিকা অ্যাডভোকেট রুতশোভা মন্ডল, জেলা আওয়ামী লীগের উপ-প্রচার সম্পাদক মিজানুর রহমান হিরন, কলেজ ছাত্রলীগের সভাপতি আদিব হোসেন আসিফ, সাধারন সম্পাদক কুতুব উদ্দিনসহ আওয়ামী লীগ, মহিলা আওয়ামী লীগ,

সেচ্ছাসেবক লীগ, যুবলীগ, ছাত্রলীগের বিভিন্ন ইউনিটের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুরে আওয়ামী লীগের বিভক্তির দায় জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রীর- আব্দুল মান্নান

সম্প্রতি একটি জনসভায় মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি আব্দুল মান্নান দাবি করেছেন মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের আজকের যে বিভক্তি এর সম্পূর্ণ দায় মেহেরপুর জেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি ও জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেনের।

তিনি আরও বলেন, ‘আগামী নির্বাচনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে আবার ক্ষমতায় আনতে হবে, ভোট নৌকায় দিতে হবে। জামায়াত-বিএনপির নৈরাজ্যের পাশাপাশি আরেকটি নৈরাজ্য গত ১০ বছর ধরে মেহেরপুর জেলাকে গ্রাস করছে। মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের আজকের যিনি সভাপতি, তিনি মনে করেন আওয়ামী লীগের সিনিয়র নেতাদের কোন সিএস-আরএস রেকর্ড নাই। উনি মনে করছেন সিএস-আরএস রেকর্ড সব উনার। আজকের সভাপতি জেলা আওয়ামী লীগের ওয়ার্কিং কমিটির মিটিং ডাকেন না। নেতা কর্মীদের সাথে কথা বলতে চান না। আজকে আওয়ামী লীগের বিভক্তি হওয়ার পরও তিনি দলের সিনিয়র নেতাদের একবারও আলোচনার জন্য আহ্বান জানাননি। আমাদের সিদ্ধান্ত আমরা মেহেরপুরে আওয়ামী লীগের মনোনয়নে পরিবর্তন চাই। পরিবর্তন করে দলীয় সভানেত্রী যাকে মনোনয়ন দেবেন তার পক্ষে সম্মিলিতভাবে কাজ করে আমরা নৌকাকে বিজয়ী করবো। বিভিন্ন সংস্থা, গোয়েন্দা সংস্থার দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের ও সাংবাদিকদের আমি অনুরোধ করছি আপনারা আওয়ামী লীগের সভানেত্রীর কাছে তুলে ধরুন।আমরা পরিবর্তন চাই।’

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

দামুড়হুদার চিৎলায় আওয়ামীলীগের শান্তি-উন্নয়ন সমাবেশ অনুষ্ঠিত

দামুড়হুদার চিৎলার মোড়ে শান্তি-উন্নয়ন সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ শুক্রবার বিকাল ৪টার সময় বিএনপি জামায়াতের নৈরাজ্য ও অবৈধ হরতাল-অবরোধের প্রতিবাদে দামুড়হুদার চিৎলার মোড়ে শান্তি ও উন্নয়ন সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

দামুড়হুদা উপজেলা আওয়ামী, যুবলীগ ও ছাত্রলীগের আয়োজনে শান্তি ও উন্নয়ন সমাবেশে প্রধান অতিথি ছিলেন কেন্দ্রীয় আওয়ামী লীগের ত্র্যাণ ও সমাজকল্যাণ বিষয়ক উপকমিটির সদস্য মো হাশেম রেজা।

দামুড়হুদা সদর ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের ৫নং ওয়ার্ড সভাপতি আবুল কাশেমের সভাপতিত্বে এসময় বিশেষ অতিথি ছিলেন জুড়ানপুর ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সহসভাপতি মো আইন উদ্দিন মন্ডল, নাটুদহ ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সহসভাপতি ইন্নাল শেখ, নতিপোতা ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সহসভাপতি মোহাম্মদ আলী, জীবননগর উথলী ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের ৯নং ওয়ার্ড সভাপতি সরফরাজ আলী, মদনা ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের নেতা বীর মুক্তিযোদ্ধা রেজাউল করিম, জুড়ানপুর ইউনিয়ন কৃষকলীগের ১নং ওয়ার্ড সভাপতি শরিফ উদ্দীন, কুড়ুলগাছি ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের নেতা আবু কাইজার মাস্টার, মদনা ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের নেতা আবেদ বিশ্বাস, নতিপোতা ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের নেতা পিজির আলী, নাটুদহ ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের নেতা জসিম উদ্দিন খান, আওয়ামী লীগ নেতা জান মোহাম্মদ, আবদুল হামিদ, জীবননগর পৌর যুবলীগের সাবেক সহ সভাপতি জসিম উদ্দিন মিন্টু, চুয়াডাঙ্গা জেলা ছাত্রলীগের সাবেক সহ সভাপতি নাসির উদ্দীন।

এসময় অতিথি ছিলেন দামুড়হুদা উপজেলা যুবলীগ নেতা হাবিবুর রহমান হাবি, মশিউর রহমান তুশার, রিংকু, শাকিল আহমেদ, বকুল ও আ:কুদ্দুস প্রমুখ।

আলমডাঙ্গার কালিদাসপুরে শান্তি ও উন্নয়ন সমাবেশ

আলমডাঙ্গা উপজেলার কালিদাসপুরে বিএনপি-জামায়াত চক্রের দেশবিরোধী ষড়যন্ত্র, আগুন সন্ত্রাস, নৈরাজ্য ও অপতৎপরতার প্রতিবাদে শান্তি ও উন্নয়ন সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ শুক্রবার সন্ধ্যা সাড়ে ৬ টার দিকে কালিদাসপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে ইউনিয়ন যুবলীগের উদ্যোগে শান্তি সমাবেশ ও উন্নয়ন সভা অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ কেন্দ্রীয় আওয়ামীলীগের শিল্প ও বাণিজ্য বিষয়ক উপ-কমিটির সদস্য দিলীপ কুমার আগরওয়ালা।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে দিলীপকুমার আগরওয়ালা বলেন, বিএনপি-জামায়াতের নৈরাজ্যের বিরুদ্ধে সকলকে সৈচ্চার হতে হবে। তারা সন্ত্রাসী সংগঠন। বিএনপি পুলিশ, সাংবাদিক ও আনসার মারা রাজনীতি করছে। দেশ যখন এগিয়ে যাচ্ছে, দেশকে পিছিয়ে ফেলার লক্ষ্যে তারা আগুন সন্ত্রাসী করছে। বঙ্গবন্ধুর দেখানো আদর্শের পথেই প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশের উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করে চলেছে। আপনারা নির্বাচনে আসেন, ইতিপূর্বে মত মনোনয়ন বাণিজ্য আর হচ্ছে না। দেশে দ্রব্যমূল্য যেমন বেড়েছে তেমনি মানুষের মাথাপিছু আয়ও বেড়েছে। এদেশে না খেয়ে মরার মত কোন মানুষ নেই, হয়ত কিছু মানুষ কষ্টে থাকতে পারে। বিএনপির কেন্দ্রীয় নেতাদের নির্দেশে তৃণমূল নেতারা জান-মালের ক্ষতি করে চলেছে।

তিনি আরো বলেন, দচুয়াডাঙ্গা জেলার মাটি আওয়ামীলীগের ঘাটি হিসেবে আবারো প্রমাণ করতে হবে। আওয়ামীলীগ ক্ষমতায় থাকলে দেশের মানুষের ভাগ্যের পরিবর্তন হয়। আপনারা সরকারের উন্নয়নের চিত্র সাধারণ মানুষের নিকট তুলে ধরবেন। বিএনপি ক্ষমতায় থেকে এতিমের টাকা মেরে খেয়েছে। তাদের ভোট দিয়ে দেশের মানুষ কুয়ো কেটে কুমির নিয়ে আসবে। এমনটা কোনদিনও বিএনপির স্বপ্ন পূরণ হবে না। গত ১৫ বছরে দেশের আমূল পরিবর্তন করেছে আওয়ামীলীগ সরকার। মেট্রোরেল দেশের

মানুষ কখনো স্বপ্নেও দেখেননি। এখন উত্তর থেকে মতিঝিলে ৪৫ মিনিটেই পৌঁছে যাওয়া যায়। পদ্মাসেতু হয়ে চুয়াডাঙ্গা থেকে ঢাকায় যেতে ৩ ঘন্টার উর্ধে লেগেছে। যা ইতোপূর্বে ৬/৭ ঘন্টা লেগে যেতো। আমরা শান্তিতে বিশ্বাসী, অশান্তি কখনো মেনে নিবো না। বিএনপি গণতন্ত্রকে ধ্বংস করতে চায়। তারা বিদেশী প্রভুদের উপর নির্ভরশীল। আমরা নির্বাচন করবো, জামায়াত-বিএনপি নির্বাচন ঠেকাতে পারবে না। আমার লক্ষ্য এই এলাকার মানুষকে স্ব-নির্ভর হয়ে দেখতে চাই। আমি সবাইকে নিয়ে স্মার্ট চুয়াডাঙ্গা গড়তে চাই। ঘুষ-দুর্নীতি ও মাদক মুক্ত আলমডাঙ্গা-চুয়াডাঙ্গা গড়তে চায়। আমি ৫ বছরে চুয়াডাঙ্গার আমূল পরিবর্তন করতে চাই।

শান্তি ও উন্নয়ন সমাবেশে আলমডাঙ্গা উপজেলা সাবেক কমান্ডার বীরমুক্তিযোদ্ধা শফিউর রহমান জোয়াদ্দার সুলতানের সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, চুয়াডাঙ্গা জেলা আওয়ামীলীগের তথ্য ও গবেষণা বিষয়ক সম্পাদক কাওসার আহমেদ বাবলু, আলমডাঙ্গা উপজেলা আওয়ামীলীগের সাবেক যুগ্নসাধারণ সম্পাদক কাজী রবিউল হক, আলমডাঙ্গা উপজেলা আওয়ামীলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক আবুল কালাম আজাদ, জেলা যুবলীগের যুগ্নআহবায়ক জিল্লুর রহমান, জেলা কৃষকলীগের সাবেক সভাপতি ও সাবেক মোমিনপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান গোলাম ফারুক জোয়াদ্দার, পদ্মবিলা ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান আবু তাহের বিশ্বাস, কালিদাসপুর ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান বীরমুক্তিযোদ্ধা মইনুদ্দিন পারভেজ, কুতুবপুর ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান শাখাওয়াত হোসেন টাইগার, খাদিমপুর ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান আব্দুল হালিম মন্ডল, ডাউকি ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সভাপতি নুরুল ইসলাম দিপু মাস্টার, খাসকররা ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সাবেক সভাপতি আনোয়ার হোসেন মাস্টার, গাংনী ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সাধারন সম্পাদক রকিবুল হাসান, চুয়াডাঙ্গা জেলা যুবলীগের সদস্য তপন কুমার বিশ্বাস, হাসিবুল ইসলাম, কমল কুমার বিশ্বাস, জনি মেম্বার।

অনুষ্ঠানে উপস্থাপনা করেন সাইফুল ইসলাম ও রেজাউল ইসলাম বাবু।